যুগান্তর

তারিখ 06 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

সাত বছরেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট

মুসতাক আহমদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ঔদাসীন্যের স্থায়ী সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ৭ বছর ধরে এর নির্মাণ কাজ চলছে। একের পর প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো আর ঠিকাদার বদল করা হচ্ছে। কিন্তু কাজ হয়েছে মাত্র ১৮ ভাগ! সম্প্রতি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আরও দু'বছর মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। একুশের স্মরণে নির্মিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট দীর্ঘ ৭ বছরে মাথা তুলে পর্যন্ত দাঁড়াতে পারেনি। এর কারণ সরকারসহ সংশ্লিষ্টদের চরম অবহেলা আর ঔদাসীন্য বলে অনেকে মনে করেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, মূলত অর্থ সংকটের কারণেই প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসাও অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেকে। ৭ বছর পরও একখণ্ড জমি এবং লোহা আর কংক্রিটের কিছু গাঁথুনির নামই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। যা মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণার মূল কেন্দ্র হওয়ার কথা। ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মর্যাদা পায়। পরের বছর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় মোট ১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমী ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের মাঝখানে ১ একর ৩ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ২০০১

পারেনি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

যুগান্তর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন কাজ এভাবেই পড়ে আছে

পারেনি : দাঁড়াতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শুরু হয় স্বপ্নের মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের বাস্তব রূপায়ণের পথচলা।

প্রকল্পের প্রাথমিক দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা যায়, ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০২ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির পাশাপাশি মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের ১২তলা ফাউন্ডেশনসহ ৫তলা ভবনের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কথা। শুরুতে কাজের বেশ গতিও ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরই গতিতে মন্থরতা আসে। প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশে বিলম্ব, ভূমি অধিগ্রহণ ও দখলে সমস্যা, ভবনের মডেল নির্বাচনে বিলম্ব, ভূমি রেজিস্ট্রি, নামজারি ও পরামর্শক ফার্ম নিয়োগসহ বিভিন্ন বাধা সামনে উপস্থিত হওয়ায় কাজ শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যায় নির্ধারিত প্রাথমিক সময়সীমা। পরে সংশোধন করে প্রকল্পের সময়সীমা ২০০৪ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক ২০০৩ সালের ১ এপ্রিল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আর ৬ এপ্রিল দেয়া হয় কাজের আদেশ। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে তৃতীয় দফায় আরও ৬ মাস বাড়িয়ে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করে ২০০৫ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি মূল ভবন থেকে পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর প্রায় ১৮ ভাগ কাজ শেষ হয়। কাজ চলা অবস্থায় ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মৌখিক নির্দেশে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০০৪ সালের ২৯ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার নির্মাণ কাজ শুরুর নির্দেশ দেয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর ঠিকাদারকে কাজ শুরু করতে বলে। কিন্তু বেঁকে বসেন ঠিকাদার। কারণ হিসেবে তারা রডসহ নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির কথা জানায়। একইসঙ্গে অতিরিক্ত অর্থও দাবি করে। ওই বছরের ২৯ অক্টোবর শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় রডের দাম বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত টাকা দেয়া আইনসিদ্ধ নয় বলে পুনঃটেন্ডারের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দরপত্র ডাকা হলে ৮টি দরপত্র পড়ে। এর মধ্যে কারিগরি দিক বিবেচনায় ৫টি বাদ পড়ে। বাকি তিনটির মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান আগে দরাঙ্ক অর্থের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বেশি দর দেয়। ২৯ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক পিপি সংশোধন ছাড়া কার্যাদেশ দেয়া থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। এ অবস্থায়ও কেটে যায় একটি বছর। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী পরে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় ইন্সটিটিউটের সব কম্পোনেন্ট বাদ দিয়ে শুধু তিনতলা ভবন নির্মাণ, প্রকল্পের জনবল ২১ থেকে ছাঁটাই করে ৮ জন করা, প্রকল্প ব্যয় ১ কোটি টাকা কমিয়ে ১৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা করা এবং প্রকল্পের মেয়াদ চতুর্থ দফায় ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু সেই ডিসেম্বর মাস পার হওয়ার মাধ্যমে প্রকল্প সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই ৭ বছর প্রকল্প কাটছাঁট আর 'কি করি না করি' এতেই কেটে গেল।

গত কয়েকদিন ধরে শিক্ষা ভবনের পাশে অবস্থিত প্রকল্পের অফিসে এ ব্যাপারে যোগাযোগের চেষ্টা করে বিশ্বিত হতে হয়। প্রকল্প অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কেউই মুখ খুলতে নারাজ। সর্বত্র একটি রাখঢাক অবস্থা। প্রকল্পের অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে কেউ কিছুই জানেন না বলে জানান। একজন কর্মকর্তা প্রকল্পের ওয়েবসাইটের নাম বললেন এ প্রতিবেদককে। তাও আবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে। প্রকল্পের ওয়েবসাইট (www.imli-bd.com) ঘাঁটতে গিয়ে দেখা যায়, এতে ২০০৩ সালের তথ্য দেয়া আছে।

প্রকল্প অনুযায়ী ১২তলা ভিতের পাঁচতলা একটি ভবন নির্মিত হবে। যেখানে একটি মিলনায়তন, ৪টি সম্মেলন কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, মিউজিয়াম আর্কাইভ, ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য ১০টি শ্রেণীকক্ষসহ প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ থাকবে। পরিচালক, দু'জন সহকারী পরিচালকসহ ১৪টি ক্যাটাগরিতে জনবল থাকবে ২১ জন। ২০০৫ সালে সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট থেকে বাদ পড়েছে ভাষা চর্চাসহ সব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঁচতলার স্থলে তিনতলা ভবন হবে। আর তা হলে নির্মিত হবে না কম্পিউটার ল্যাব বা মিউজিয়াম আর্কাইভ। জনবল হ্রাস করায় মূল প্রকল্প থেকে বাদ পড়েছে সহকারী পরিচালক, কিউরেটর, লাইব্রেরিয়ান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার ও ৩ জন এমএলএসএস।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, আজ হোক কাল হোক এই ইন্সটিটিউট একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে— এই আশায় তারা দিন গুনছেন।